বই কেনাবেচার রাজনীতি

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য/ রাজীব নূর**

'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। বাংলার এ প্রবাদটি দেশের সাধারণ জনগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। বিগত সরকারের আমলে বই কেনা নিয়ে রাজনীতিকরণের অভিযোগ ওঠে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল তখন এ কার্যক্রমের সমালোচনা করেছে। ক্ষমতায় এসে তারা দলীয়করণের রেকর্ড ভেঙেছে। বই নির্বাচন কমিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বই ক্রয় নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে। বই নির্বাচনে লেখক নয়, প্রাধান্য দেয়া হয়েছে দলের মতাদর্শকে। প্রাথমিক স্কুলের ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় হাঁস-মুরগি পালন, চিংড়ি চাষ, প্রেম, যৌনতা সংক্রান্ত বই রয়েছে। শিক্ষকদের জন্য বইয়ের তালিকায় প্রধান্য পেয়েছে দলীয় বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের পত্রিকায় প্রকাশিত কলামের সংকলন। কলেজ পর্যায়ে অধিক হারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আমলা, মন্ত্রীদের বই। দলীয় মতাদর্শের কারণে দেশী ও বিদেশী আর্থিক সাহায্যে গৃহীত বই ক্রয় প্রকল্প ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতা সমিতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বইয়ের পুনরায় টেন্ডার দাবি করেছে।

বই কেনার রাজনীতিঃ যেভাবে শুরু হয়

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য সরকারের উদ্যোগে বই ক্রয়ের সুপারিশ করে।

শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রথম সরকারি উদ্যোগে সরাসরি বই কেনা শুরু হয়। তবে সরাসরি বই কেনা এ শুরুর ক্ষেত্রে প্রকাশকরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রকাশকদের উপর্যুপরি চাপে প্রথমবারের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশের ৫০০ সরকারি ও বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য তিন কোটি টাকার বই কেনার জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়।

এই তিন কোটি টাকার বইয়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, কয়েকজন সাংসদ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও সাংবাদিকদের লেখা বই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। তাদের বইয়ের প্রকাশকদের অন্যান্য বইও নির্বাচকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এবং অনেক মানহীন বইয়ের প্রকাশকও মোটা টাকার বই বিক্রির সুবিধা পেয়েছে।

তিন কোটি টাকার বইয়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থক বলে পরিচিত কয়েকজন প্রকাশকের বই ছিল শীর্ষে। তবে বইগুলো ছিল মানসম্পন্ন। বাংলা একাডেমীর অবস্থান ছিল অনেক পেছনে। সেবার স্কুল-কলেজের ছাত্রদের উপযোগী ধ্রুপদী সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রকাশক বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটি বইও কেনা হয়নি।

সৃজনশীল প্রকাশনাকে সহযোগিতা করা এবং কলেজের ছাত্রদের সাহিত্য, ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত ওই প্রকল্পের জন্য কেনা ৩১৪টি বইয়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, সাংসদ ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লেখা ৬৪টি বই নির্বাচিত হয়েছিল। এর মধ্যে একটি সম্পাদিত বইসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭টি বই স্থান পেয়েছিল। বই বাছাই কমিটির সদস্য সচিবের ১৪টি বই নির্বাচিত হয়। ৫ জন মন্ত্রীর ৮টি, আওয়ামী লীগের দু'জন কেন্দ্রীয় নেতা ও দু'জন সাংসদের ১২টি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ৮টি, ১১ জন সাংবাদিকের ১৫টি বই নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত বইগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লিখিত ৩টি বই স্থান পেয়েছে। এ বইগুলোর একটি সিরাজুদ্দিন আহমেদের ৬০০ টাকা

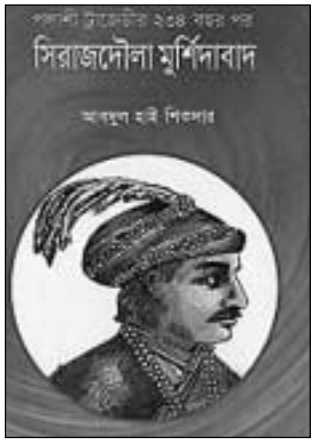

রাজনৈতিক আদর্শই বই ক্রয়ের প্রাধান্য পেয়েছে

মূল্যের বই 'শেখ হাসিনা: প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ'।

গত বই ক্রয় প্রকল্পে ৩১৪টি বইয়ের প্রতিটির ৫০০ কপি করে কেনা হয়েছে। এর আগে বই কেনার টাকা সরাসরি কলেজগুলোর হাতে তুলে দেয়া হতো। কোনো কোনো কলেজ কর্তৃপক্ষ বই কেনার টাকা অপব্যবহার করার ফলে এবং সৃজনশীল প্রকাশনাকে সহযোগিতা করার জন্য প্রকাশকদের দাবির কারণেই বই কেনার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে নিয়ে আসা হয়।

প্রথম পর্যায়ে বিতরণ করা ৩১৪টি বইয়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা ৭৮টি এবং সেগুলোর মধ্যে আবার ৩৪টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে লেখা। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বেশকিছু বই উচ্চ মানসম্পন্ন হলেও কিছু বই নিম্নমানের বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা নির্বাচিত বইগুলোর এমন বইও রয়েছে সৈয়দ আলী আহসানের 'বঙ্গবন্ধু: যে রকম দেখেছি', নাসরীন মুস্তাফার 'মহান নেতা বঙ্গবন্ধু', মাহমুদুল বাসারের 'সিরাজদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব', ডা. শাহাদাৎ হোসেনের 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু'।

তিনটি প্রকল্পে জিয়ার ওপর কেনা হয়েছে শতাধিক বই

শিশুদের জন্য প্রেম, যৌনতার বই

বই কেনাবেচার ক্ষেত্রে রাজনীতি করণের বিগত সরকারের সব দৃষ্টান্তকেও ম্লান করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। গত বছর অক্টোবরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র কয়েক মাস পরে বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশ বইমেলায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০২ সালকে গ্রন্থবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২৪ কোটি টাকা দিয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত সম্পূরক বই কেনার জন্য যে তালিকা করা হয়, তা নিয়েই প্রথম বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় হাঁস-মুরগি পালন ও চিংড়ি চাষ, রাজনৈতিক ছড়া, নর-নারীর প্রেম এবং যৌনতার বর্ণনাবহুল গল্পের বইও স্থান পেয়েছে! তার অধিকাংশ বই শিশুদের উপযোগী নয়, এমনকি ভুল বানান ও বাক্যে ভরা বহু বই আদৌ পাঠোপযোগী নয়।

নকল বই প্রকাশের অভিযোগে বাংলা একাডেমীর বইমেলায় কালো তালিকাভুক্ত 'গতিধারা' এবং 'শোভা প্রকাশ' নামে আগন্তুক প্রায় অন্য একটি সংস্থার ১৩টি বইয়ের ১ লাখ ১৪ হাজার ৪৩২ কপি কেনা হচ্ছে সাড়ে ৬৭ লাখ টাকায়, যার মধ্যে শিশুপাঠ্য বহির্ভূত বই-ই অর্ধেক।

তালিকায় কবি ও কথাশিল্পী আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা' বইটি শিশুদের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বইটিতে 'অনেক মেয়েকে দেখেছি। ঘেঁটেছি...' এ জাতীয় সংলাপও রয়েছে।

নবাগত প্রকাশনা সংস্থা 'শিকড়' তাদের নির্বাচিত ৭টি বই বাবদ ৩৪ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৫ টাকা পাচ্ছে। বইগুলোর একটি হাসনা হেনা পপি সম্পাদিত 'শ্রেষ্ঠ হাসি'তে স্থান পাওয়া ১০টি গল্পই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাময়িকী থেকে কেটে নেওয়া। বইটিতে সম্পাদকের ভূমিকা বোঝা সম্ভব নয়। এই চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে সরকারি টাকায় বই কিনে। 'সূচিপত্রের' স্বত্বাধিকারী সাঈদ বারীর নিজের রচিত ও সম্পাদিত ৫টি বইসহ তালিকায় তার প্রকাশনার ১০টি বই স্থান পেয়েছে, মূল্যমান ৪৩ লাখ ৯০ হাজার ৩৪৫ টাকা।

'জ্ঞান বিতরণী' নামক প্রকাশনীর নির্বাচিত ৬টি বইয়ের তিনটিরই লেখক রাজনৈতিক পরিচয়ধন্য কবি আবদুল হাই শিকদার। এই সংস্থার প্রকাশিত মেজর জেনারেল (অবঃ) এম এ মতিন বীর প্রতীকের 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা' শীর্ষক বইটি ১৯৪৭ সালের ভারতবিভক্তি থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালের ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত কলামের সংকলন। এই একদেশদর্শী রাজনৈতিক নিবন্ধগুচ্ছও অনূর্ধ্ব দশ শিশুদের জন্য কেনা হচ্ছে।

অভিনব কৌশলের আশ্রয়ও নিয়েছেন কোনো কোনো প্রকাশক। যেমন 'এশিয়া পাবলিকেশন্সের' যে ৫টি বই নির্বাচিত হয়েছে তার ৩টির লেখক হিসেবে ড. বি হোসেন নাম ছাপা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কলকাতার চৌরঙ্গীতে অবস্থিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিকল্প মেডিসিন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রাপ্ত এই বি হোসেনের প্রকৃত নাম বাদশা হোসেন। তিনি একজন হোমিও ডাক্তার, বাংলাবাজার এলাকায় তার চেম্বার রয়েছে। বি হোসেনের তিনটি বইয়ের মধ্যে দুটি হচ্ছে রবীন্দ্র ও নজরুলের কিশোর জীবনী। অথচ বাংলা ভাষাভাষি পাঠকমাত্রেরই প্রিয় হায়াৎ মামুদ রচিত রবীন্দ্র কিশোর জীবনী বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

এই প্রকল্পে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোর, নজরুল, সুকুমার রায়, জসীম উদ্‌দীন, আবুল ফজল, শামসুর রাহমান, আনিসুজ্জামান, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবাল, নির্মলেন্দু গুণ, সেলিনা হোসেন, এখলাসউদ্দিন প্রমুখের বইও কেনা হচ্ছে। ভালো বই হলেও তালিকায় এদের কিশোর-পাঠ্য বই-ই বেশি। মুখ্যত মূলধারার প্রকাশকদের বের করা শিশু-সাহিত্যের চেয়ে অজ্ঞাতকুলশীল প্রকাশকদের কাছ থেকে শিশুদের অনুপযোগী নিম্নমানের বই কেনা হচ্ছে অনেক বেশি।

শোভা প্রকাশ, আজকাল, ব্যতিক্রম, হাসি প্রকাশনী, এশিয়া পাবলিকেশন্স, শিশু মহল, আহছানিয়া মিশন, জাগৃতি, অংকুর, জ্ঞানকোষ, জোনাকী, আরো, রহমান বুকস, মদীনা পাবলিকেশন্সের প্রতিটি থেকে গড়ে ২০ লাখ টাকার বই কেনা হলেও ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থা মুক্তধারা থেকে নেওয়া হয়েছে মাত্র ৮১ হাজার ১৩৫ টাকার বই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরিচালক চিররঞ্জন বড়ুয়া বই ক্রয় প্রসঙ্গে বলেন, 'বই নির্বাচন নয়, নির্বাচিত বই কেনার দায়িত্ব তার'। জনাব শফিক বলেন, নির্বাচকমন্ডলী শিশুদের জন্য সবচেয়ে ভালো বইগুলোই নির্বাচন করার চেষ্টা করেছেন'।

মাহমুদ শফিক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে পদাধিকার বলে বই নির্বাচক কমিটির সদস্য। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গ্রন্থবর্ষ সম্পর্কিত তার ঘোষণাকে সফল করে তোলার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে দায়িত্ব দেন। রাজনৈতিকভাবে

তার অনুগত হিসেবে মাহমুদ শফিককে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত করেন। নিম্নমানের বই কেনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নিম্নমানের নয়, বই ক্রয় কমিটি ভালো বই বাছাইয়ে চেষ্টা করেছে। বিগত আমলে কয়েকজন প্রকাশক বই ক্রয়ে মনোপলি ব্যবসা করেছে। আমরা এ ব্যবসা ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করেছি। শতাধিক প্রকাশককে সুযোগ দিয়েছি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত নির্বাচকমন্ডলীতে সরকারি কর্মকর্তারা ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এসএমএ ফায়েজ, প্রাক্তন সচিব ইরশাদুল হক, অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ, অধ্যাপক এরশাদুল বারী ও নাট্যব্যক্তিত্ব আতিকুল হক চৌধুরী ছিলেন।

তবে আতিকুল হক চৌধুরী ইতিমধ্যে একটি দৈনিকে বিবৃতি দিয়ে এ কমিটি সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই বলে জানিয়েছেন। শিশুদের জন্য বই কেনার ক্ষেত্রে এমন অনিয়ম নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার পরেও ওই তালিকা থেকে মাত্র গোটা দশেক বই বাদ দিয়ে আরো ১৫ কোটি টাকার বই কেনার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এই বিতর্কিত তালিকা অবলম্বনে সরকার ২৪ কোটি টাকার বই কিনছে।

বিশ্ব ব্যাংকের ঋণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রকল্পে নিম্নমানের কিশোর সাহিত্য কেনা হয়েছে

মামলা এবং সুবিধাভোগীদের পক্ষভুক্তি

ঢাকার চতুর্থ সহকারী বিচারকের আদালতে শিশুদের বই কেনার এ তালিকা কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বিবাদী করে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করেছেন অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম। ওই মামলার বিবাদীপক্ষে ভুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন গতিধারা, কাকলী, প্রকাশনী, এশিয়া পাবলিকেশন্স, সূচিপত্র, জোনাকী প্রকাশনী, শোভা প্রকাশ, দীপ্তি প্রকাশনী ও হাসি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারীরা।

প্রকাশকরা জানিয়েছে, বিবাদীপক্ষে ভুক্ত হতে চাওয়া এই প্রকাশকদের মধ্যে গতিধারার স্বত্বাধিকারীরা সিকদার আবুল বাশার এবং সূচিপত্রের স্বত্বাধিকারী সাঈদ বারীর সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের মাহমুদ শফিকের খুব সখ্যতা রয়েছে। অফিস ছুটির পর তাদেরকে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালকের দপ্তরে প্রায় প্রতিদিনই দেখা যায়। অনেকে একে ক্লাস কমিটি বলছে। তবে মহাপরিচালক মাহমুদ শফিক এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

শিক্ষকদের জন্য শিশুতোষ বই

ছোটদের জন্য বড়দের বই কেনার মতোই শিক্ষকদের জন্য ছোটদের বই কেনার তালিকা প্রণয়ন করে বই কেনার জন্য গঠিত জাতীয় কমিটি হাস্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। দেশের ৫৩টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ৪৮১ থানা মডেল প্রাইমারি স্কুলের প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের জন্য যে ৩ কোটি টাকা অর্থ সহায়তায় বই কেনার যে তালিকা করা হয়েছে তার অধিকাংশ বই-ই শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে লাগবে না। নির্বাচিত ৭৯টি বইয়ের মধ্যে 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ' জাতীয় বইয়ের পাশাপাশি এ রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী লেখকদের বইকে গুরুত্ব দেয়ার কারণেই প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় অনেক বই তালিকায় স্থান পায়নি।

নরওয়ের সাহায্য সংস্থা নোরাডের ৩ কোটি টাকা অর্থ সহায়তায় এই বই কেনার লক্ষ্যে প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তাতে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষানীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার ইতিহাস বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবনা, শিখন ও শেখানোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুর বিকাশ, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান কৌশল সম্পর্কিত বই চাওয়া হলেও তালিকা প্রণয়নের বেলায় এ নীতিমালা পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়েছে।

নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় দেশ-বিদেশের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের লিখিত কোনো বই নেই। এ বিষয়ে একমাত্র বইটি হচ্ছে 'শিক্ষার ভিত্তি' নামক পিটিআই ও বি-এড প্রশিক্ষণের পাঠ্যপুস্তক প্রকৃতির চালু বই।

হাতে গোনা কয়েকটি সাহিত্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ সংকলন, জীবনীগ্রন্থ, ভাষা-ব্যাকরণ এবং ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বই থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বই হচ্ছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত চলতি রাজনৈতিক কলামের সংকলন মামুলি গবেষণা। এগুলোর প্রায় সব লেখকই পরিচিতি বিএনপি সমর্থক অধ্যাপক ও সাংবাদিক। কয়েকজন আছেন সরকারি কর্মকর্তা। শিক্ষকদের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় শিশুতোষ বইও রাখা হয়েছে।

বই কেনার এ তালিকাতেও গতিধারা, এশিয়া পাবলিকেশন্স, শোভা প্রকাশ, জাগৃতি ইত্যাদি প্রকাশনা সংস্থা এগিয়ে থাকলে মুক্তধারা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, সাহিত্য প্রকাশের কোনো বই-ই তালিকায় স্থান পায়নি।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত তালিকায় বড়দের বই রাখার মতো এ তালিকায় শিক্ষকদের জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় শিশুতোষ বই রাখা হয়েছে। তালিকায় স্থান পাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র বই 'মঙ্গলগ্রহে ঘর বাঁধবে মানুষ'ও শিশুতোষ রচনা । নিয়মানুযায়ী বইয়ের সঙ্গে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত জমা দেয়ার কথা থাকলেও এ বইয়ের লেখক জাভেদ জাহানের কোনো পরিচিতি জমা দেয়া হয়নি।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে বদরুদ্দীন উমরের তিনখণ্ডের গবেষণাগ্রন্থটি বাজারে পাওয়া গেলেও এ তালিকায় তাঁর লেখা ভাষা আন্দোলনের শিশুতোষ ইতিহাস 'আমাদের ভাষার লড়াই' স্থান পেয়েছে। ভাষা আন্দোলন নিয়ে বদরুদ্দীন উমর এবং আহমদ রফিকের গবেষণাগ্রন্থগুলো নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জমা দেয়া হলেও তারা 'ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : রক্তঝরা একুশ' নামে এশিয়া পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী ইসমাইল হোসেন বকুল সম্পাদিত বইটিকে নির্বাচন করেন। সাক্ষাৎকারভিত্তিক এ বইটিতে ভাষাসৈনিক হিসেবে গোলাম আযমের সাক্ষাৎকারও ছাপা হয়েছে। তালিকায় স্থান পাওয়া এশিয়া পাবলিকেশন্সের অন্য একটি বই হচ্ছে রাজনৈতিক পরিচয়ধন্য কবি রেজাউদ্দিন স্টালিনের 'লোকগুলো সব চেনা'।

তালিকায় স্থান পাওয়া মাত্র তিনটি কবিতার বইয়ের দু'টি রেজাউদ্দিন স্টালিনের এবং একটি কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে'। শামসুর রাহমানের মাত্র একটি বই তালিকায় স্থান পেলেও তার সমসাময়িক

কবি আল মাহমুদের 'গল্পসমগ্র'সহ 'পানকৌড়ির রক্ত' ও 'গন্ধবণিক' নিয়ে ৩টি বই নির্বাচিত হয়েছে।

তালিকায় স্থান পাওয়া সবচেয়ে দামি দু'টি বইয়ের একটি হচ্ছে 'জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ'। এ বইটিসহ তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদের তিনটি বই রয়েছে। আরেক সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞারও তিনটি বই নির্বাচিত হয়েছে। তার বই তিনটির দুটিই বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত কলামের সংকলন। তালিকায় স্থান পাওয়া ক্রীড়াবিষয়ক তিনটি বইয়ের লেখক হচ্ছেন আবদুল হামিদ। তিনটি বই নির্বাচিত হয়েছে এমন আরেকজন লেখক হচ্ছেন বই নির্বাচন কমিটির সদস্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ। প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী নির্বাচিত এ ১২টি বইয়ের অর্ধেকই অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচ্য হবে।

শিশুদের জন্য রাজনৈতিক বই

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক, কবি ও কথাশিল্পী আবদুল মান্নান সৈয়দ, কবি মোফাজ্জল করিম, অধ্যাপক সাঈদ-উর রহমান,অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেনের দু'টি করে বই নির্বাচিত হলেও নরেন বিশ্বাসের বই দু'টিই প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় বিবেচ্য হতে পারে।

বইয়ের সঙ্গে লেখক ও বই সম্পর্কে যে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়েছে এতে অনেক প্রকাশক এক বিষয়ের বইকে অন্য বিষয়ের বই হিসেবে দেখিয়েছেন। যেমন হাক্কানী পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ভাষা বিজ্ঞানী ড. মনসুর মুসার 'পাঠকের পাঠশালা' শীর্ষক বইটি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বই সম্পর্কে একজন পাঠকের প্রতিক্রিয়া-জাতীয় নিবন্ধের বই হলেও প্রকাশকের পক্ষে এ বইটিকে ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বই হিসেবে দেখানো হয়েছে। একইভাবে রাজনৈতিক পরিচয়ধন্য আবদুল হাই শিকদারের 'পলাশীর ট্রাজেডির ২৩৪ বছর সিরাজদৌলা মুর্শিদাবাদ' ভ্রমণবৃত্তান্ত-জাতীয় বই হলেও প্রকাশকের পক্ষে বইটিকে মহৎ ব্যক্তির জীবন কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নির্বাচিত বই দু'টি হচ্ছে– স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের 'মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান' এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের উপসচিব খুরশীদ আলমের 'সমর-অসমর'। নির্বাচিত ৭৯টি বইয়ের মধ্যে আর কোনো মন্ত্রীর বই না থাকলেও বড় ও মাঝারি পর্যায়ে আরো চার জন আমলার বই রয়েছে।

বই বাছাই নিয়ে প্রকাশকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও পাছে আবার সরকার বই কেনা বন্ধ করে দেয় কিনা এ আশঙ্কায় মুখ খুলছেন না তারা। সুস্পষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে রাজনীতি নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে বই কেনার তালিকা প্রণয়ন করা হোক– এ দাবি বেশির ভাগ প্রকাশকের।

বই বাছাই কমিটির সদস্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ অবশ্য তাদের প্রণীত তালিকাকে যথেষ্ট নিরপেক্ষ তালিকা হিসেবে দাবি করেছেন। তালিকায় তার নিজেরই তিনটি বইয়ের স্থান পাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি রেগে যান এবং পাল্টা জানতে চান নির্বাচকমণ্ডলীতে থাকলেই একজন লেখকের বই নিয়ে বিতর্ক তোলা হবে কেন?

কলেজ পর্যায়ের তালিকায় চূড়ান্ত রাজনীতিকরণ

দেশের সরকারি ও বেসরকারি কলেজে বিতরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বই কেনার যে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে লেখা ৪২টি এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে লেখা ১০টি বই স্থান পেয়েছে। ৬৭৪টি নির্বাচিত বইয়ের এ তালিকায় মন্ত্রিসভার সদস্য, সরকারি দলের সাংসদ, কেন্দ্রীয় নেতা এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বই-ই শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সৃজনশীল প্রকাশনাকে সহযোগিতা করা এবং কলেজের ছাত্রদের সাহিত্য, ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতি বছর কমপক্ষে তিন কোটি টাকার বই কেনা হচ্ছে। বই কেনা শুরুর প্রথম বছরেই সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভার সদস্য, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, সাংসদ ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের লেখা ৬৪টি বই তালিকায় স্থান পেয়েছিল। এর মধ্যে শেখ হাসিনার ৭টি বই নির্বাচিত হয়েছিল। আর ৩৪টি বই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে লেখা।

এবারের তালিকায় জিয়াউর রহমানকে নিয়ে লেখা যে বইগুলো স্থান পেয়েছে তার মধ্যে শিশুতোষ জীবনীগ্রন্থই রয়েছে ১০টি! ১৯৭৫ সালের ৭ নবেম্বরের রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কিত বই রয়েছে ৫টি, নির্বাচিত ভাষণ ও শ্রেষ্ঠ ভাষণ নামে জিয়াউর রহমানের ভাষণের দু'টি সংকলন কেনা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে লেখা ১০টি এবং তার নিজের লেখা ১টি বই তালিকায় স্থান পেয়েছে। তালিকা অনুযায়ী বেগম জিয়ার লেখা 'ভিশনস ফর দি ফিউচার' বইটির প্রকাশন নিউ শিখা প্রকাশনী। তবে নিউ শিখার বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে এ বইটির কোনো কপি পাওয়া যায়নি।

এছাড়া তালিকায় মন্ত্রী ও বিএনপি'র শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬টি। এর মধ্যে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য অলি আহমেদের নিজের লেখা দুটি এবং তাকে নিয়ে শাহ মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের লেখা একটি বই রয়েছে। তালিকায় আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের ৩টি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ১টি, নৌ পরিবহন মন্ত্রী আকবর হোসেনের ১টি, পাটমন্ত্রী হাফিজউদ্দিন আহমেদের ২টি, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের ১টি এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের ১টি বই স্থান পেয়েছে। রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত নিয়ে আইনমন্ত্রীর লেখা ৩টি বই-ই দেশের খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমেটেড থেকে প্রকাশিত এবং দীর্ঘদিন ধরেই পাঠক আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বই কেনার এ প্রকল্পকে সামনে রেখে এক শ্রেণীর প্রকাশক রাতারাতি 'অ আ', 'দশদিক' ইত্যাদি নাম নিয়ে পুরনো বইয়ের ইনার পাল্টিয়ে নতুন সংস্থার বই হিসেবে উপস্থাপন করে তালিকায় স্থান পাওয়া বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছেন।

বিএনপি নেতাদের পাশাপাশি তাদের শরিক দলগুলো নেতাদের মধ্যে জামায়াতে

ইসলামী নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের একাধিক বই স্থান পেয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার একটি সংকলনের জায়গায় দু'টি সংকলন রাখা হলেও সমস্ত বাংলা ভাষাভাষির কাছে প্রশংসিত আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত সংকলনটি স্থান পায়নি।

নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় ব্যক্তি লেখক হিসেবে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছেন অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ। তার বইয়ের সংখ্যা ১০টি। তিনি তালিকা প্রণয়নকারী কমিটির অন্যতম সদস্য। কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মাহমুদ শফিকের ৫টি, রাজনৈতিক পরিচয়ধন্য কবি আবদুল হাই সিকদারের ৫টি বই তালিকায় স্থান পেয়েছে।

জনৈক আল জাকিরের 'কবিতা সমগ্র' তালিকায় স্থান পেলেও বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানের একটি বইও রাখা হয়নি। আবুল ফজল, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, সত্যেন সেন, রশীদ করিম, শহীদুল্লাহ কায়সার, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের দু'একটি করে বই থাকলেও শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রাহাত খান, সেলিনা হোসেন, কায়েস আহমেদ, মঞ্জু সরকারের কোনো বই-ই নেই। হুমায়ূন আহমেদের একমাত্র বই 'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস' তালিকায় স্থান পেলেও কলেজ-পড়ুয়াদের প্রিয় লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবালের ১টি বইও রাখা হয়নি।

নাম পরিচয়হীন লেখকদের বই প্রকল্পে প্রাধান্য পেয়েছে

বই ক্রয় প্রকল্প : প্রয়োজন স্বচ্ছতা

সরকার সমর্থিত বাংলাদেশ সৃজনশীল প্রকাশনা সমাজ বই ক্রয়ে অনিয়ম অভিযোগ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা জাহানারা বেগমের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন আলমগীর মল্লিক, বজলুল করিম, এম শফিক রবিন, হারুন-আর-রশিদ। স্মারকলিপিতে তারা লিখেছেন, বিগত সরকারের আমলে সুবিধাভোগী কয়েকজন প্রকাশক একজন মহাপরিচালকের সঙ্গে সমঝাতার মাধ্যমে, বই ক্রয় কমিটিকে প্রভাবিত করেছে। বই ক্রয়ে দলীয়করণে লেখক ও প্রকাশকেরা ক্ষুব্ধ। এ প্রসঙ্গে কবি শামসুর রহমান ২০০০কে বলেন, 'বই ক্রয়ে দলীয় আদর্শের প্রধান্য দেয়া খুবই অন্যায়। একজন লেখকের লেখা কোনো দলের আদর্শের সঙ্গে মিলে যেতে পারে, এ কারণে লেখক দলীয় লোক হয়ে যায় না। যে লেখকের লেখায় সাহিত্যমূল্য থাকে তা অবশ্যই ক্রয় করা উচিত। অন্য বইয়ের পাতা কেটে, বই প্রকাশ চৌর্যবৃত্তি। জাতীয় স্বার্থে এ ধরনের বই ক্রয় খুবই অন্যায়।' সাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, 'বই ক্রয় প্রকল্প খুবই ভালো উদ্যোগ। তবে শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে মননশীল সৃষ্টিধর্মী বই ক্রয় করতে হবে। মানদন্ডের ভিত্তিতেই বই ক্রয় করতে হবে। এর জন্য দলীয় মতাদর্শের ঊর্ধ্বে পরিচ্ছন্ন কমিটি থাকা প্রয়োজন। দলের বই ক্রয় করে দলীয় ইমেজ নষ্ট করছে। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ যাদের বইয়ে সাহিত্যিক মূল্য রয়েছে, দলীয় আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের বই ক্রয় করতে হবে।' তিনি বলেন, 'গত কমিটি কিছু দলীয় বই নিয়েছে। তবে কমিটি চরম দলীয়করণের পরিচয় দিয়েছে।' আগামী প্রকাশের স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি ২০০০কে বলেন, 'সৃজনশীল বইয়ের নামে দলীয় বই ক্রয় করা হয়েছে। বই ক্রয় চরমভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক।'

সাহিত্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী মফিদুল হক ২০০০কে বলেন, 'বই ক্রয়ে দলীয়করণ খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বই ক্রয়ের জন্য একট যথাযথ সিলেকশন কমিটি থাকা প্রয়োজন। কমিটিতে কলেজ শিক্ষকদেরও ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে, শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, ছাত্রদের জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শের বই ক্রয় ঠিকই আছে। এটা বৈপরীত্য মতামত।'

বিদ্যা প্রকাশের স্বত্বাধিকারী মজিবুর রহমান খোকা ২০০০কে বলেন, 'ক্যাটালগ দিয়ে বই ক্রয় করা ঠিক না। বই ক্রয় কমিটি বইটিতে জমা দেয়া উচিত। অতীতে বই নির্বাচনে ভুলত্রুটি ছিল। গতবার বই নির্বাচনে স্বচ্ছতা পেয়েছে। বই ক্রয় সঠিক ধারাবাহিক নীতিমালার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অথচ ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে এবার সব নিয়ম-কানুন ভেঙে ফেলা হয়েছে।'

শ্রাবণের স্বত্বাধিকারী রবীন আহসান ২০০০কে বলেন, 'সরকারের বই ক্রয় প্রকল্পটি খুবই মহৎ উদ্যোগ। তবে দলীয়করণের কারণে উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এ বছর বই নির্বাচনে ব্যাপক দলীয় মতাদর্শ প্রধান্য পেয়েছে। শামসুর রাহমানের বই ক্রয় করা হয়নি। অথচ অখ্যাত একজন লেখকের নিম্নমানের কবিতা সমগ্র তিনশ' টাকা করে কেনা হচ্ছে।'

সূচীপত্রের স্বত্বাধিকারী সাঈদ বারী ২০০০কে বলেন, 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে আমার দশটা বই গেছে। তবে পিটিআই বিভাগে একটাও যায়নি।' তিনি বলেন, 'অতীতে বই ক্রয় নিয়ে আমরা বিরোধিতা করেছি। কারণ তখন আমাদের বই কম যেত। এখন তাদের বই কম যাচ্ছে বলে তারা বিরোধিতা করছে।' আদালতে আবেদন করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বর্তমান বইয়ের তালিকা পুনরায় করা হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো। এ কারণে আবেদন করছি।'

বই ক্রয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ তালিকা প্রসঙ্গে বলেন, 'এরচেয়ে ভালো তালিকা তৈরি করা সম্ভব নয়।' কমিটির সদস্যদের বই অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কমিটির সদস্যদের বই থাকতে পারবে না এমন কোনো কথা নয়।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বই ক্রয় কমিটির সদস্য ২০০০কে বলেন, 'আসলে সরকার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বই ক্রয় প্রকল্পটি নিয়েছিল। প্রতিবছর মোটা অঙ্কের একটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় শুরু হয়েছে দলাদলি। উন্নত, সৃজনশীল বই প্রকাশের দিকে লক্ষ্য না রেখে প্রকাশকরা প্রকল্প উপযুক্ত বই প্রকাশ করতে ব্যস্ত থাকে। প্রকল্পের জন্য জোর করে লেখককে দিয়ে বই লেখানো হয়। মূলত প্রকাশনা শিল্পের বিকাশে প্রকল্পটি এখন বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে।'

প্রকাশনা শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে দরিদ্র এ দেশে কোটি টাকার বই ক্রয় প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছে। সংকীর্ণ ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে মহৎ এ উদ্দেশ্য যেন ব্যাহত না হয়। সচেতন জনগণ এ আশা করেন।